সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বাংলার আবাস যোজনার জন্য বরাদ্দ ৮,০০০ কোটি টাকা খরচ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজের জন্য বিলাসবহুল বিমান কিনেছেন, বললেন মাননীয় সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক শ্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

"পশ্চিমবঙ্গের ন্যায্য পাওনা বিজেপিশাসিত গুজরাত ও উত্তরপ্রদেশের উন্নয়নের জন্য সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে"

বাঘমুণ্ডি (পুরুলিয়া), ০৩.০৭.২০২৩

- পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডিতে এই বিপুল জনসমাবেশ দেখে আমি অভিভূত। তীব্র গরম উপেক্ষা করেও মানুষ এই জনসভায় যোগ দিতে এসেছেন। এখানে, আপনাদের সামনে বক্তব্য পেশ করতে পারাটা আমার পরম সৌভাগ্য
- **আমি তৃণমূলে নব জোয়ার প্রচার কর্মসূচির দিনগুলির কথা মনে করছিলাম। গত মে মাসের শেষ সপ্তাহে আমরা এই জেলায় এসেছিলাম। সেই সময় তিনরাত পুরুলিয়ায় থাকলেও আমার বাঘমুণ্ডিতে জন সংযোগ যাত্রা নিয়ে আসা হয়নি**
- বাঘমুণ্ডির তৃণমূল বিধায়ক শ্রী সুশান্ত মাহাতো আমাকে অনুরোধ করেছিলেন এখানে আসার জন্য। **আমি তাঁকে কথা দিয়েছিলাম, পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারের সময় আমি এখানে অবশ্যই আসব। আমি আরও একবার সকলকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে শুধুমাত্র নির্বাচনের সময়েই নয়, তৃণমূল কংগ্রেস সারাবছর মানুষের সঙ্গে থাকে**
- চলতি সপ্তাহের শেষেই বাংলায় পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। পুরুলিয়ার বাসিন্দাদের কাছে আমার অনুরোধ, সবাই মাথা উঁচু করে ভোট দিতে যাবেন এবং বিপুল সংখ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেবেন
- **ভোটদানের সময় মানুষকে তাঁর অধিকারের বিষয়গুলি মাথায় রাখতে হবে। ২০১৯ সালের কথা মনে করুন, সেবার আপনারা লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোকে ভোট দিয়েছিলেন। আপনারা কি কখনও আপনাদের নির্বাচিত সাংসদকে জেলায় আসতে দেখেছেন? তিনি কি কখনও পুরুলিয়ার মানুষের পাশে থেকেছেন?**
- মোদী সরকার ক্ষমতায় রয়েছে গত ৯ বছর ধরে। আমি পুরুলিয়ার মানুষকে একটি প্রশ্ন করতে চাই, গত ৪ বছরে আপনাদের সাংসদের তত্ত্বাবধানে কি কোনও উন্নয়ন হয়েছে? আপনারা যদি এমন একটিও উন্নয়নমূলক কাজের নমুনা আমাকে দেখাতে পারেন, কথা দিচ্ছি, তাহলে আমি আর কখনও পুরুলিয়ায় এসে আপনাদের কাছে ভোট চাইব না
- **অন্যদিকে, আমরা দেখেছি, পুরুলিয়ার ৩,১৯২টি বুথের প্রত্যেকটিতেই যাতে দুয়ারে সরকার পৌঁছে যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার তা নিশ্চিত করেছে**
- ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি পুরুলিয়ার ছ'টি আসনে জয়লাভ করেছিল। তৃণমূল কংগ্রেস জিতেছিল বাঘমুণ্ডি, বান্দোয়ান এবং মানবাজারে। কিন্তু, মানুষ দেখছেন, বিজেপি কীভাবে বাংলার সঙ্গে পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করছে এবং বাংলার হকের টাকা আটকে রেখেছে
- বিজেপি সরকার কেবলমাত্র জনবিরোধী নয়, তারা দরিদ্রবিরোধী, কৃষকবিরোধী, আদিবাসীবিরোধী, কুড়মিবিরোধী এবং দলিতবিরোধী। কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ দিনের কাজের আওতায় ৭,৫০০ কোটি টাকা আটকে রেখেছে। আড়াই বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে গিয়েছে, আমরা আবাস যোজনার টাকার জন্য অপেক্ষা করছি

- **মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুদানের টাকা পাঠাতে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে বহুবার চিঠি লিখেছেন, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। এমনকি, আমিও ৫ এপ্রিল ২৫ জন সাংসদকে নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করেননি।**
- আমাদের পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে বাংলার বকেয়া টাকার বিষয়ে অনেকবার বৈঠক করেছেন, কিন্তু তাতেও কোনও ফল হয়নি।
- বিজেপির মনে রাখা উচিত যে বাংলার মানুষের নম্রতা তাদের দুর্বলতা নয়। আমরা ১০ লক্ষ মানুষকে নিয়ে দিল্লিতে গিয়ে আমাদের অধিকার ছিনিয়ে আনব। আমরা যদি রাস্তায় নামি, প্রধানমন্ত্রী মোদী হোন বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কোনও নেতাই জনগণের শক্তিকে প্রতিহত করতে পারবেন না।
- **কেন্দ্রীয় সরকার একশো দিনের কাজের যে সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকা আটকে রেখেছে, তার মধ্যে ৫ হাজার কোটি টাকা প্রধানমন্ত্রীর প্রচারের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে,, আর বাকি আড়াই হাজার কোটি টাকা দিয়ে উত্তরপ্রদেশে রাম মন্দির তৈরি হয়েছে।**
- প্রধানমন্ত্রী মোদী বাংলার আবাস যোজনার ৮ হাজার কোটি টাকা খরচ করে নিজের জন্য বিলাসবহুল বিমান কিনেছেন। বাংলার প্রাপ্য টাকা গুজরাত ও উত্তরপ্রদেশে চলে যাচ্ছে, এবং যেসব রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় রয়েছে সেইসব রাজ্যের উন্নয়নে কাজে লাগছে।
- অন্যদিকে গত ১১ বছরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত, জনস্বাস্থ্য কারিগরি, পঞ্চায়েত ও সেচ দফতর পুরুলিয়ার উন্নয়নে সাড়ে ৫ হাজার কোটি টাকা খরচ করে বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন করেছে। এটা প্রমাণ করে যে দিদি কথা রাখেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী কথা রাখেন না।
- **২০২১ সালে তৃতীয়বার ক্ষমতায় এসে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার শুধু পুরুলিয়া জেলাতেই ৬ লাখেরও বেশি মহিলাকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের সুবিধা দিয়েছে। ঐক্যশ্রী প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হয়েছে পুরুলিয়ার ৩.১৩ লাখ পড়ুয়াকে, এবং এই জেলার ৭.৭০ লক্ষ মানুষ স্বাস্থ্য সাথীর সুবিধা পেয়েছেন।**
- এখানেই শেষ নয়, খাদ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় পুরুলিয়ার ২৮ লক্ষ মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দিয়েছে মা-মাটি-মানুষের সরকার। ২.৫৪ লক্ষ ছাত্রী কন্যাশ্রী প্রকল্পের আওতায় ভাতা পেয়েছে। পথশ্রী-রাস্তাশ্রী প্রকল্পে পুরুলিয়ায় ৫০০টি নতুন রাস্তা তৈরি হয়েছে। এখন প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে নতুন রাস্তা রয়েছে।
- আমরা শুধু যেখানে জিতেছি সেখানেই উন্নয়ন করি না, যেখানে হেরেছি সেখানেও করি। যারা বিজেপি, কংগ্রেস বা সিপিআইমকে সমর্থন করে তারা কেউ বলতে পারবে না যে সরকারের কোনও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে।
- **আগে বিজেপি নেতারা বলতেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ভিক্ষা। এখন সেই বিজেপি নেতারাই বলছেন ভোটে জিতলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভাতা বাড়িয়ে ২ হাজার টাকা করে দেবেন। বিজেপি দেশের ১২টা রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে, কিন্তু কোনও রাজ্যের মানুষকে ১ হাজার টাকাও দেয়নি।**
- দু'দিন আগে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে গ্যারেন্টার। তা সত্ত্বেও মহারাষ্ট্রে যেসব এনসিপি নেতাদের বিরুদ্ধে ইডি-সিবিআই তদন্ত করছিল তাদের কিনে নিয়েছে বিজেপি। এটাই বিজেপি ও প্রধানমন্ত্রী মোদীর বাস্তব।
    - শুভেন্দু অধিকারীর মত নেতা, যাকে ক্যামেরায় দেখা গিয়েছে টাকা নিতে, তিনি এখন বিজেপির প্রচারক। তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এবার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের জেতানোর দায়িত্ব মানুষের, যাতে তাদের জয়ের দ্বারা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত আরও শক্ত হয়।

--